ভবিষ্যতে মিতব্যয়িতা ও আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে।... মিতব্যয়িতা কিসের ? নয়া করের ? এ প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারতো। আমাদের হিসাবপত্র পাঠ করে যারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে তাদের মগজে এসব প্রশ্ন উদয় হয়নি।

তোমরা জানো যে, এ ধরনের অসাবধানতার ফলে তারা কোথায় পৌছেছে ? তারা আজ ধ্বংসের সুগভীর গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় শিল্প কারখানাও আজ তাদের এ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আভ্যন্তরীণ ঋণ রহস্য

আভ্যন্তরীণ ঋণ। ঋণ ও কর। ঋণ পরিবর্তন। দেউলিয়াপণা। সঞ্চয় ব্যাংক ও ভাড়া। অর্থ বাজারের উচ্ছেদ সাধন। শিল্পমানের আইন-কানুন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে এবার আভ্যন্তরীণ ঋণ সম্পর্কিত কিছু বিষয় যোগ করতে চাই। বিদেশী ঋণ সম্পর্কে আমি আর কিছু বলবো না। কারণ, এ ব্যবস্থাই আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে গইমদের সম্পদ এনে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের জন্য কেউ বিদেশী নয় অর্থাৎ কোন কিছুই বাইরের নয়।

শাসক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণতা ও শৈথিল্যের সুযোগ গ্রহণ করে আমরা আমাদের অর্থ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও বহুগুণে বাড়ানোর জন্য গয় সরকারকে বার বার ঋণ দিয়েছি। যদিও এ বিপুল ঋণের সবটুকু তাদের জন্য দরকারী ছিল না। আমাদের সাথে কেউ কি এরূপ আচরণ করতে পারবে। .... তাই আমি এখন শুধু আভ্যন্তরীণ ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ঋণ গ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হুণ্ডীর (Bill of Exchenge) মাধ্যমে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে। একথাও ঘোষণা করা হয় যে, হুণ্ডীগুলোকে সকলের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় আনয়নের জন্য এগুলোর দাম একশো' থেকে এক হাজার মুদ্রা পর্যন্ত রাখা হয়েছে। সর্বাগ্রে চাঁদা দানকারীর জন্য কিছুটা বাটাও নির্ধারণ করা হয়। পরের দিন কৃত্রিম উপায়ে হুণ্ডীর দাম বেড়ে যায়। কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, বহুলোক একই সঙ্গে হুণ্ডী ক্রয় করতে অগ্রসর হবার দরুনই এরূপ হয়েছে। তারা দাবী করে যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের কোষাগার টাকায় ভর্তি হয়ে যায় এমন কি অতিরিক্ত অর্থও হস্তগত হয়ে যায় (অতিরিক্ত ঋণটা গ্রহণ করে কেন ?) তারা দাবী করে যে, সংগৃহীত চাঁদা মোট ঘোষণাকৃত ঋণের পরিমাণ থেকে ৪/৫ গুণ বেশী। তারা আরও বলে, "দেখ সরকারের হুণ্ডীর প্রতি জনগণের কি অগাধ আস্থা ?"

মিলনান্তক নাটকের এ অভিনয় শেষ হলে পর দেখা যায় যে, বিরাট একটা ঋণের বোঝা মাথায় চাপানো হয়েছে মাত্র। সুদের অংক পরিশোধ করার জন্য নূতন ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং এর ফলে আসল ঋণের অংক ক্রমশই ভারী

হতে থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঋণ গ্রহণের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন নয়া কর ধার্য করা জরুরী হয়ে পড়ে। ঋণ শোধ করার জন্য নয়—সুদের অংক পরিশোধ করার জন্য। আর এভাবে ধার্য করা করও এক প্রকার ঋণ ছাড়া কিছুই নয়। এই ঋণের সাহায্যে অপর ঋণকে চাপা দেয়া হয় মাত্র। তারপর এ ঋণকে অন্য ধরনের ঋণে পরিবর্তন করার সময় এসে হাজির হয়। অর্থাৎ তারা আসল ঋণ শোধের পরিবর্তে সুদের হার কমিয়ে নতুন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু ঋণদাতাদের সম্মতি ছাড়া তা-করা যায় না। তাই পরিবর্তিত হারে ঋণ জারী করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয় এবং যারা অসম্মত তাদের অর্থ ফেরত গ্রহণের ঘোষণাও করা হয়। অথচ ঋণ দাতাগণ তাদের ঋণপত্র পরিবর্তন করতে চায় না। সকলে যদি ঋণ পরিবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং এক সংগে তাদের টাকা দাবী করে বসে তাহলে সরকার নিজের ফাঁদে নিজেই আটক হয়ে যাবে অর্থাৎ ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হবে। সৌভাগ্যবশত গয় সরকারের প্রজাগণ অর্থ সংক্রান্ত বিষয় অবগত থাকার দরুন সবসময়ই হুণ্ডীর ব্যাপারে ক্ষতি স্বীকার করে এবং সুদের হার পরিবর্তন করতে রাজী হয়ে যায়। আর এভাবে বহুবার গয় সরকারগুলোকে বিপুল পরিমাণ ঋণ থেকে রেহাই প্রাপ্তির সুযোগ করে দেয়।

বিদেশী ঋণের সঙ্গে গইম সরকারের এসব চালবাজী চলে না। কারণ তারা জানে যে, আমরা আমাদের সকল টাকারই দাবী করবো।

এভাবে বিভিন্ন দেশে অনিবার্যরূপে দেউলিয়াপনা নেমে আসে এবং সে দেশের সরকার ও জনসাধারণের স্বার্থ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে যায়।

আমি অনুরোধ করছি আলোচ্য বিষয়টির প্রতি পূর্ণ মনযোগ দান কর এবং শুন বর্তমানে সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ঋণ তথাকথিত ভাসমান ঋণের দ্বারা পুঞ্জীভূত হয়। ভাসমান ঋণ শোধ করার মেয়াদ নিকটবর্তী থাকে। সেভিংস ব্যাংক ও রিজার্ভ ফাণ্ডের অর্থ থেকেই এ ঋণ গ্রহণ করা হয়। সরকারের হাতে এ তহবিল অটুট থাকে না বরং দীর্ঘকাল থাকার ফলে বিদেশী ঋণের সুদ আদায় করে এ অর্থ ফুরিয়ে যায়। তারপর অন্য তহবিল থেকে পুনরায় সমপরিমাণ অর্থ নিয়ে এসে এটা পূরণ করতে হয়।

আমরা যখন বিশ্বের সিংহাসনে আরোহণ করবো তখন যে সকল অর্থনৈতিক রীতিনীতি আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল সেগুলোকে এমনভাবে মিটিয়ে দেবো যে, তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর মুদ্রার বাজারও বন্ধ করে দেয়া হবে। কেননা আমরা যে মূল্যমান নির্ধারণ করবো তা অগ্রাহ্য করে দাম কমবেশী করে আমাদের মর্যাদায় আঘাত করার সুযোগ কেউ পাবে

না। আমরা দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য মুতাবিক দর বেঁধে দেবো। এরপর এর দাম আর কমবেশী হতে পারবে না। (দাম বেশী করার সুযোগ দিলে, কমাবার সুযোগ দিতে হয়। অবশ্য গইমদের সমাজে আমরাই দ্রব্যমূল্য কমবেশী করিয়েছি)।

মুদ্রার বাজার বন্ধ করে সরকারী পৃষ্ঠপোষকাতায় আমরা বৃহদাকারে ঋণদান ব্যবস্থা কায়েম করবো। এ সংস্থা সরকারী দৃষ্টিভংগী মুতাবিক শিল্প দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করবে। আমাদের প্রতিষ্ঠিত এসব সংস্থা ইচ্ছা করলে বাজারে এক সংগে ৫০ কোটি ডলার মূল্যের শিল্প ঋণ ছেড়ে দিতে পারবে। আর একই সংগে সমমূল্যের ঋণপত্র খরিদ করার সমর্থও তার থাকবে। তাই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল হবে। এসব পন্থা অবলম্বন করে আমরা যে কত বিপুল শক্তির অধিকারী হবো তা তোমরা একবার কল্পনা করে দেখতে পার .....।

[বাইশ]

ভবিষ্যতের সমাজ

অদূর ভবিষ্যতের গোপন তথ্য। বহু শতাব্দীর অপকর্ম— ভবিষ্যত কল্যাণের ভিত্তি। ক্ষমতার কেরামতি আর এর অলৌকিক উপাসনা।

এ পর্যন্ত আমি তোমাদের যা বলেছি তার মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে তোমাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছি ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। অতীতে কি কি হয়েছে এবং বর্তমানে কি হচ্ছে। এসবই অতি গোপনীয় তথ্য। অদূর ভবিষ্যতে কি কি ঘটতে যাচ্ছে এবং গইম সমাজ ও অর্থনৈতিক লেন-দেনের সঙ্গে আমাদের গুপ্ত যোগাযোগ সম্পর্কেও তোমাদের অবহিত করেছি। এ বিষয়ে আমার আরও সামান্য কিছু বক্তব্য রয়েছে। বর্তমান জামানার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার স্বর্ণ আজ আমাদেরই হাতে। আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের গুদাম থেকে মাত্র দু'দিনের মধ্যে যে কোন পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে দিতে পারি।

তাই আমাদের শাসন ক্ষমতা যে খোদা তায়ালারই অভিপ্রেত এটা প্রমাণ করার জন্যে আর কোন যুক্তির দরকার নেই। আমরা কখনও বিপুল সম্পদের দ্বারা এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হব না যে, অতীতে বহু শতাব্দী ধরে আমরা যেসব অপকর্ম করে এসেছি, তার ফলেই ভবিষ্যত উজ্জল হতে চলেছে। অপকর্মের ভেতর দিয়েই সবকিছু সুশৃংখল করা সম্ভব হতে যাচ্ছে। যদি এ জন্য আমাদের হিংসাত্মক পন্থাও অবলম্বন করতে হয় তবু চিন্তা নেই—শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবেই।

আমরা প্রমাণ করে দেবো যে, আমরাই হচ্ছি মানব গোষ্ঠীর কল্যাণকামী। তাই আমরা ধরার বুকে ফিরিয়ে এনেছি শান্তি ও শৃংখলা, কায়েম করেছি কল্যাণকর ব্যবস্থা আর এনে দিয়েছি ব্যক্তির আযাদী। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা যথাযোগ্য মর্যাদাশীল পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে জীবন গঠনের সুযোগ করে দেবো। অবশ্য এর মধ্যে একটা শর্ত রয়েছে। আর তাহচ্ছে, আমাদের রচিত আইন-কানুন পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা। আমরা সকলকে একথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবো যে, আযাদীর অর্থ লাম্পট্য নয়। যা তা করার অবাধ অধিকারের নামও আযাদী নয়। চিন্তার স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের নামে সকলকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হবার সুযোগ দিলে মানব সমাজের সম্মান ও শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে না। উশৃংখল জনতার সম্মুখে ঘৃণা মিশ্রিত বক্তৃতা দিয়ে

তাদের উত্তেজিত করে তোলার অধিকার আযাদী নয়। বরং প্রচলিত সকল আইন-কানুন জীবনের সর্বক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে সত্যিকার আযাদী।

অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রত্যেকে পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার মধ্যেই রয়েছে মানব সমাজের সত্যিকার মর্যাদা। ভাবপ্রবণ কল্পনা ও মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার লেশ মাত্র নেই।

আমাদের কর্তৃত্ব গৌরবময় হবে। কারণ, আমাদের কর্তৃত্ব হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। শাসন ও পরামর্শদান—উভয় কাজই সে করবে। অর্থহীন শব্দের জাল রচনাকারী নেতা ও বক্তাদের কখনও কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। কারণ, এরা সকলেই অবাস্তব কল্পনা বিলাসী...। আমাদের শাসন ক্ষমতা শান্তি ও শৃংখলার আধার হবে। আর মানব জাতির পরিপূর্ণ শান্তি এরই মধ্যে নিহিত। আমাদের এ শাসনের অলৌকিকতা মানুষকে সশ্রদ্ধভীতি সহকারে নতজানু হতে বাধ্য করবে। সত্যিকার শক্তি কখনও অন্য কারো অধিকারের দাবীর সঙ্গে আপোষ করে না—এমনকি খোদার সঙ্গেও না। এ কর্তৃত্বের কাছে ঘেষতেই কারো সাহস হবে না বরং সভয়ে এর নিকট থেকে সকলেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে।

ত্রাণকর্তার (?) আবির্ভাব

বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন কমানো। বেকার সমস্যা। মদ্যপান নিষিদ্ধ করণ। পুরাতন সমাজের মৃত্যু ও নূতন রূপে এর পুনরুত্থান। খোদার মনোনীত ব্যক্তি।

✡

মানুষকে আনুগত্যে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে তাদের ধীরে ধীরে নম্রতা শিক্ষা দেয়া এবং বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা সমাজের নৈতিক মান উন্নয়ন করবো। বিলাসী সমাজে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় আমরাই এদের নৈতিকতা বিকৃত করে দিয়েছি। আমরা ক্ষুদ্রাকারে নিপুণ উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরায় কায়েম করবো। এটা বৃহদায়তন উৎপাদনকারীদের পুঁজির পাহাড়ের নীচে একটি মাইনের কাজ করবে। আর এ কাজ এ জন্যও জরুরী যে, অনেক সময় বৃহদায়তন উৎপাদনকারী নিজের অজ্ঞাতসারেই জনগণকে সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অধিকারী বেকার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত নয়। এ জন্যই তারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও শাসন কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। বেকার সমস্যা সরকারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেকার সমস্যা নিরসন করবো। সুরা পান আইনত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হবে। কেননা সুরার প্রভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে নেমে যায়।

আমি পুনরায় বলছি, প্রজারা পরাক্রান্ত শাসককে অন্ধভাবে মেনে চলে। এমন শাসক, যিনি প্রজাদের কোনই ধার ধারেন না। কেননা জনগণের বিবেচনায় সামাজিক অনাচারের মোকাবিলায় পরাক্রান্ত শাসকই নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ফেরেশতার মত নিরীহ স্বভাবের বাদশাহ দিয়ে তারা কি করবে? জনগণ শাসনকর্তার ব্যক্তিত্বে শক্তি ও ক্ষমতার সমন্বয় দেখতে চায়। বর্তমান সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড আমরাই ভেঙ্গে দিয়েছি। তাই এ সমাজ আল্লাহর কর্তৃত্বকে পর্যন্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অতি স্বাভাবিকভাবেই নৈরাজ্যের আগুন এ সমাজে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। সমগ্র দুনিয়ার শাসনকর্তা যেদিন বর্তমান শাসকদের স্থান দখল করবেন সেদিন তাঁর সর্বপ্রথম কাজই হবে নৈতিক উশৃংখলতার সর্বগ্রাসী আগুন নিভিয়ে দেয়া। এ রোগা সমাজকে তিনি খতম করে দিবেন এবং তাঁর নিজের রক্তে একে ধুয়ে মুছে রীতিমত সুসংগঠিত

সমাজরূপে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন। তখন সমাজের অগণিত মানুষ সচেতনভাবে যাবতীয় সমাজ বিরোধী কর্মতৎপরতার প্রতিরোধ করবে।

আল্লাহর মনোনীত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা মানব সমাজের নিবোর্ধ ব্যক্তিগুলোকে উৎখাত করার জন্যই উপর থেকে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা, সে শক্তিগুলো যুক্তি ও মানবতা দ্বারা পরিচালিত হয় না—ভাবাবেগ ও পশুত্বের প্রভাবে জীবন যাপন করে। এ শক্তিগুলো আযাদী ও অধিকারের ধুয়া তুলে যাবতীয় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও চুরি-ডাকাতির ওস্তাদ হয়ে যায়। তারা পূর্ববর্তী সামাজিক কাঠামোগুলো উচ্ছেদ করে দিয়ে ইহুদী বাদশাহর শাহী আসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কিন্তু বাদশাহ তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করা মাত্র এসব শক্তি খতম হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ তাঁর চলার পথে সামান্যতম প্রতিবন্ধকটিকেও থাকতে দিবেন না।

আমরা তখন পৃথিবীর মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলবো ঃ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর—তাঁর দরবারে নতজানু হও। তাঁরই কাছে রয়েছে মানুষের ভাগ্য লিপি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের ভাগ্যলিপি বা তকদীরে লিখে দিয়েছেন যে, একমাত্র তিনিই আমাদের উল্লেখিত দুষ্টশক্তি ও অন্যায়কারীদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন।

[চব্বিশ]

ইহুদী বাদশাহ

রাজা দাউদের খান্দানী উৎস মূল। রাজার প্রশিক্ষণ। সরাসরি উত্তরাধিকারীদের পাশ কাটানো। রাজা এবং তাঁর তিনজন উদ্যোক্তা। রাজা মুক্ত। ইহুদী বাদশাহর উচ্চ নৈতিক মান।

এখন আমি রাজা দাউদের বংশ পরম্পরা এবং পৃথিবীর শেষ যুগ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা আলোচনা করবো।

এ আলোচনা সর্বপ্রথমে আমাদের বিজ্ঞ মুরুব্বিদের প্রণীত বিশ্ব সমাজের আদব-কায়দা সম্পর্কিত গ্রন্থে সামিল করা হবে।

দাউদের বংশোদ্ভূত কিছু সংখ্যক লোক রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারী তৈরী করবে। শুধু বংশ পরম্পরার যোগ্যতায় নয়—বিশেষ কর্মক্ষমতার গুণেই এ পদের জন্য লোক নির্বাচিত করা হবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ময়দানের গুপ্ত রহস্য এবং সরকারী পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এ গুপ্ত তথ্য অন্য কেউ জানতে পারবে না। রাজনীতির গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না—এ সত্যটি সকলকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়।

এসব শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলোর সাথে শত শত বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফলাফল—এক কথায় মানব সমাজের আইন-কানুন সম্পর্কিত সকল বাস্তব ও পরীক্ষিত জ্ঞান পরিবেশন করা হবে।

রাজার সরাসরি উত্তরাধিকারী যদি শিক্ষা গ্রহণের সময় অলসতা, নম্রতা বা এ জাতীয় অন্য কোন কর্তৃত্ব নাশক স্বভাব দেখায় তাহলে তাকে শাসন ক্ষমতায় বসানো হবে না। কারণ, তারা শাসনকার্যের জন্য অযোগ্য এবং রাজকীয় দফতরের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

যারা অটল দৃঢ়তা এমনকি নিষ্ঠুরতা ও সরাসরি শাসন করার মত দুর্দান্ত যোগ্যতার অধিকারী—শুধু তারাই আমাদের বিজ্ঞ মুরুব্বিদের নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা লাভ করবেন।

[চব্বিশ]

ইহুদী বাদশাহ

রাজা দাউদের খান্দানী উৎস মূল। রাজার প্রশিক্ষণ। সরাসরি উত্তরাধিকারীদের পাশ কাটানো। রাজা এবং তাঁর তিনজন উদ্যোক্তা। রাজা মুক্ত। ইহুদী বাদশাহর উচ্চ নৈতিক মান।

এখন আমি রাজা দাউদের বংশ পরম্পরা এবং পৃথিবীর শেষ যুগ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা আলোচনা করবো।

এ আলোচনা সর্বপ্রথমে আমাদের বিজ্ঞ মুরুব্বিদের প্রণীত বিশ্ব সমাজের আদব-কায়দা সম্পর্কিত গ্রন্থে সামিল করা হবে।

দাউদের বংশোদ্ভূত কিছু সংখ্যক লোক রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারী তৈরী করবে। শুধু বংশ পরম্পরার যোগ্যতায় নয়—বিশেষ কর্মক্ষমতার গুণেই এ পদের জন্য লোক নির্বাচিত করা হবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ময়দানের গুপ্ত রহস্য এবং সরকারী পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এ গুপ্ত তথ্য অন্য কেউ জানতে পারবে না। রাজনীতির গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না—এ সত্যটি সকলকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়।

এসব শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলোর সাথে শত শত বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফলাফল—এক কথায় মানব সমাজের আইন-কানুন সম্পর্কিত সকল বাস্তব ও পরীক্ষিত জ্ঞান পরিবেশন করা হবে।

রাজার সরাসরি উত্তরাধিকারী যদি শিক্ষা গ্রহণের সময় অলসতা, নম্রতা বা এ জাতীয় অন্য কোন কর্তৃত্ব নাশক স্বভাব দেখায় তাহলে তাকে শাসন ক্ষমতায় বসানো হবে না। কারণ, তারা শাসনকার্যের জন্য অযোগ্য এবং রাজকীয় দফতরের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

যারা অটল দৃঢ়তা এমনকি নিষ্ঠুরতা ও সরাসরি শাসন করার মত দুর্দান্ত যোগ্যতার অধিকারী—শুধু তারাই আমাদের বিজ্ঞ মুরুব্বিদের নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা লাভ করবেন।

রাজা যদি ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার রোগে আক্রান্ত হয় বা তাঁর চরিত্রের অন্য কোন অযোগ্যতা দেখা দেয় তাহলে তাকে নয়া এবং যোগ্যতর শাসনকর্তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে ... ।

রাজার বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রম গোপন থাকবে। এমনকি তাঁর নিকটতম উপদেষ্টাগণও রাজার নিজস্ব কার্যসূচী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

রাজা দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির কারণে নিজের ও মানবতার মনিব। তাই সকলেই তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি দেখতে পাবে। রাজা কি চান তা কেউ জানতে পারবে না। এ জন্য তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে কারো পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না।

এটাও স্বতসিদ্ধ যে, শাসনকর্তার "বুদ্ধি ভাণ্ডার" সরকারী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মাফিক পরিচালনা করার উপযোগী হতে হবে। এ জন্যই উল্লেখিত বিজ্ঞ মুরুব্বিগণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পরই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

জনগণ যেন তাদের শাসনকর্তাকে সরাসরি জানতে ও ভালবাসতে পারে সে জন্য তাঁর পক্ষে হাটে-বাজারে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। আমরা যে দু'টো শক্তিকে ভয় দেখিয়ে এ যাবত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি সে দু'টিকে মজবুতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার সুনিশ্চিত পন্থাই হচ্ছে এটা।

যতদিন পর্যন্ত এ দু'টো শক্তিই পৃথক পৃথকভাবে আমাদের করায়ত্ব ছিল ততদিন উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য পরস্পরের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল।

ইহুদীদের বাদশাহ কখনও ভাবাবেগ এবং কামপ্রবৃত্তির বশবর্তী হবে না। তাঁর চরিত্রের কোন দিকেই তিনি পশু শক্তিকে মনের উপর প্রভাবশীল হতে দেবেন না।

কামপ্রবৃত্তি হচ্ছে নিকৃষ্টতম দোষ। এ দোষ মানবিক সদগুণাবলী ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী বিনষ্ট করে এবং চিন্তাধারাকে নিম্নতম পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়।

মানবতার আশ্রয়স্থল বিশ্বের নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী দাউদের বংশধরকে ব্যক্তিগত সকল সুখ-সুবিধাই তাঁর প্রজাদের জন্য কুরবানী করতে হবে।

আমাদের সর্বাধিনায়ককে অবশ্যই আদর্শ স্থানীয় এবং অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

৩৩ ডিগ্রীর জাইওন প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত

উপসংহার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهَ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মানদণ্ড দান করবেন ; তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন, আর তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা ফন্দি আঁটছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করে দেবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল, আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহর চালই সবচেয়ে বড়।"

–(সূরা আল আনফাল ঃ ২৯-৩০)

দক্ষিণ কাজী কায়ে মসজিদ, চট্টগ্রাম
২০১৫